তারিখ ····03 APR 2016···
পৃষ্ঠা ···০৭··· কলাম····৬····

দৈনিক
ইত্তেফাক

এসএসসি ও এইচএসসির জন্য ৩৮ দিন স্কুল বন্ধ !

■ নাসিরনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) সংবাদদাতা

নাসিরনগর একমাত্র সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি পরীক্ষা কেন্দ্রে হওয়ায় এ
বিদ্যালয়সহ সরকারি বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা ব্যাহত হচ্ছে।
উপজেলা সদরে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও সরকারি বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে
পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন
করায় ওই সময় বিদ্যালয় দুটি বন্ধ থাকায় দুই বিদ্যালয়ের ৮ শতাধিক শিক্ষার্থীর শিক্ষা
জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। অভিভাবকরা এ দু'বিদ্যালয় থেকে কেন্দ্র স্থানান্তর করে অন্যত্র
স্থাপনের দাবি জানিয়েছে। শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষার্থীরা নিজ কেন্দ্রে পরীক্ষা
দিতে পারবে না। এ কারণে কর্তৃপক্ষ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও সরকারি বালিকা
প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরীক্ষা কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচন করে। এ দুই বিদ্যালয়ে গত ১
ফেব্রুয়ারি এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়ে ৮ মার্চ শেষ হয়। ওই সময় ৩৮ দিন বিদ্যালয়টি
বন্ধ থাকে। আবার ৩ এপ্রিল থেকে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়ে ৯ জুন শেষ হবে। ফলে
শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা চৌধুরী
মোয়াজ্জম আহমদ জানান, এ বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার পর এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র
নির্বাচিত করায় স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার ক্ষতি হচ্ছে। তবে শিক্ষা বোর্ডের
নির্দেশ অনুযায়ীই এ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা হচ্ছে। সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান
শিক্ষক কামরুন্নাহার জানান, এ বিদ্যালয়ে একদিকে শিক্ষক সংকট অন্যদিকে পরীক্ষা কেন্দ্র
স্থাপন করায় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় চরম ক্ষতি হচ্ছে। অন্যদিকে-সরকারি বালিকা
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবিএম সালেম জানান, পরীক্ষা চলাকালীন বিদ্যালয়টি
প্রায়ই বন্ধ রাখতে হয়। এতে স্বাভাবিকভাবেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমে
ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।

দীপা খাতুন, আকলিমা খাতুন, কাজী নুসরাত জাহান বৃষ্টি ও মো. আওলিয়া
হোসেনসহ চারজনকে ৫ হাজার টাকা হারে ও ওই প্রতিষ্ঠানকে ৪ হাজার টাকার
শিক্ষাবৃত্তির চেক দেয়া হয়। অধ্যক্ষ নির্মল কুমার সাহার সভাপতিত্বে এ সময়
প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীপুর সদর ৪নং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো.
মসিয়ার রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ভাইস প্রিন্সিপাল একেএম আজাদুল
হক, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এম তোরাব আলী, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মো.
ইকরাম আলী ও শ্রীপুর এমসি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান
শিক্ষক মো. শামিমূল ইসলাম।